তারিখ ... 12 JUN 2003 ...
পৃষ্ঠা ২০ কলাম ১

দৈনিক ইনকিলাব

টাকা উপার্জনের দিকে ছুটলে বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে শিক্ষার মান বজায় রাখা সম্ভব নয়

প্রফেসর এম আসাদুজ্জামান

চেয়ারম্যান

বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন

বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয় নিয়ে সমালোচনার শেষ নেই। বেশ কয়েকটি বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার প্রায় এক যুগ পার হয়েছে। কিন্তু শিক্ষার পরিবেশ নিয়ে অভিযোগের শেষ নেই। পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের উপর চাপ কমানোর পাশাপাশি পার্শ্ববর্তী দেশে মেধা পাচার বন্ধের কথা চিন্তা করে বিএনপি সরকার বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার অনুমতি দেয়। অথচ লাখ টাকা খরচ করে ভর্তি হয়ে শিক্ষার্থীরা পাচ্ছে না কাঙ্ক্ষিত সুযোগ-সুবিধা। তারা এ ব্যাপারে অনেক ক্ষেত্রে অসহায় বোধ করে। আবার কেউ কেউ আন্দোলন-সংগ্রাম করতে গিয়ে বেকায়দায় পড়েছে। অথচ বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয়ের ব্যাপারে মঞ্জুরী কমিশনের একটা ভূমিকা থাকার কথা। তারা কি করছে? কমিশনের চেয়ারম্যান প্রফেসর মোহাম্মদ আসাদুজ্জামান-এর সাথে ইনকিলাবের পক্ষ থেকে বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয়ের ব্যাপারে তাদের ভূমিকা জানতে চাইলে তিনি বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয়ের ব্যাপারে আশাবাদ ব্যক্ত করেছেন। বলেছেন, হয়তবা কিছুটা রাজনৈতিক কারণে বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতি কেউ কেউ অবহেলা করছে; তবে বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয়গুলো দেশের উচ্চ শিক্ষা বিকাশের ক্ষেত্রে ভাল ভূমিকা রাখবে। ইনকিলাবের সাথে দেয়া এক সাক্ষাৎকারে তিনি বলেন, দেশে বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেছে বিএনপি সরকার। আর এ পর্যন্ত প্রায় ৪৬টি বিশ্ববিদ্যালয় এপ্রোবল দেয়া হয়েছে। এতে করে পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের উপর চাপ কমবে বলে আমি মনে করি।

বেসর[illegible] বিশ্ববিদ্যালয়ের ব্যাপারে দেশের শীর্ষ [illegible] উন্নয়ন বিভিন্ন অভিযোগ করেছেন। [illegible] মান, ক্লাসরুমসহ নানা বিষয়ে অভিযোগ রয়েছে। এটা কিভাবে দেখেন জানতে চাইলে তিনি বলেন : বেসকারী বিশ্ববিদ্যালয়ের ব্যাপারে এতটা ক্রিটিক্যাল হলে চলবে না। কারণ বিএনপি সরকার ১৯৯২ সালে বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর অনুমোদন দেয়। এরপর এগুলো নিয়ে তেমন দেখাশুনা বা মনিটরিং করা সম্ভব হয়নি। কারণ আওয়ামী লীগ সরকার ক্ষমতায় এসে বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করার ব্যাপারে তেমন আগ্রহ দেখায়নি। আমি ব্যক্তিগতভাবে মনে করি, বিশ্ববিদ্যালয়গুলো যে সময় পেয়েছে তা খুবই কম। এ সময়ের মধ্যেই তাদের বিভিন্ন কর্মকাণ্ডে আমি আশাবাদী। অনেকে নতুন নতুন ডিপার্টমেন্ট খুলতে আগ্রহী। আমি তাই মনে করি, বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয়গুলো বিকশিত হতে একটু সময় লাগবে। এতে বিচলিত হওয়ার কিছু নেই।

কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয়গুলোকে তো একটি নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে তার নিজস্ব ভবন, ক্যাম্পাস গড়ে তুলতে হবে। তারা তো তা করেনি। এগুলো কি আপনি নজরে আনেননি। এ ব্যাপারে তিনি বলেন, হ্যাঁ এটা বলা হয়েছিল যে বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয়গুলো তাদের নিজস্ব ভবনে যাবে। অন্যান্য শর্ত মানবে। বিভিন্ন কারণে তারা তা মানেনি। তবে কয়েকটি প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয় তো তাদের বিস্তৃতি ঘটিয়েছে। নতুন বিল্ডিং ক্লাসরুম নিয়েছে। আগে যদি একটা ভবন নিয়ে শুরু করে থাকে তাহলে এখন তার সংখ্যা তো বাড়িয়েছে। এটা ঠিক, একটা পুরো বিশ্ববিদ্যালয়ের অবয়বে হয়ত [illegible] কিন্তু বিস্তৃতি তারা অবশ্য করেছে। ১০ বছরও খুব দীর্ঘ সময় নয়। ৫ বছর তো সময় আমরা এমনিতেই দিয়ে থাকি। দু'চারটা ইউনিভার্সিটি তো অনেক দূর এগিয়েছে।

অনেক বিশ্ববিদ্যালয়গুলো তো দশ বছর হয়ে গেলেও পুরো শর্ত মানছে না। এসব বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে একজন ছাত্র যে টাকা খরচ করে ভর্তি হচ্ছে সে অনুপাতে সুযোগ-সুবিধা তো তারা পাচ্ছে না। লাইব্রেরী সুবিধা প্রসঙ্গে জনাব আসাদুজ্জামান তা স্বীকার করে বলেন, কয়েকটি বিশ্ববিদ্যালয়ের ব্যাপারে এ ধরনের অভিযোগ সত্য। যেমন একটি বিশ্ববিদ্যালয়ে যে ছাত্র-ছাত্রী রয়েছে, সে অনুপাতে এখনই সুযোগ দেয়া হচ্ছে না। আরো বেশী ছাত্র-ছাত্রী ভর্তি হলে কি হবে তা ভেবে দেখা উচিত। এটা তো ঠিক যে, কয়েকটি বিশ্ববিদ্যালয় ঢাকার অদূরে তাদের নিজস্ব ভবন নির্মাণের জন্য জায়গা কিনেছে। সেখানে কনস্ট্রাকশন করতে তো সময় লাগবে। তাই সময় তো দেয়া দরকার।

ঢাকার অদূরে এমন একটি বিশ্ববিদ্যালয়ের ভবন যা একজন সাবেক প্রেসিডেন্ট দ্বারা উদ্বোধন করা হয়। এটা দশ বছর আগে হয়েছে। কিন্তু এখনো সম্পূর্ণ করা হয়নি বলে অভিযোগ রয়েছে। এগুলো আপনার নজরে পড়েছে কিনা জানতে চাইলে বলেন– আমি তো অল্প সময় হয় জয়েন করেছি। এখনো পুরো বিষয়টি দেখার সুযোগ পাইনি।

অনেক বিশ্ববিদ্যালয়ের এপ্রোভাল পেয়েছে ১০ বছর হয়ে গেছে অথচ শর্ত উপেক্ষা করছে। এগুলো পরিদর্শনের সুযোগ কি পেয়েছেন জানতে চাইলে তিনি বলেন– কিছু কিছু বিশ্ববিদ্যালয় দেখেছি। সিটি ইউনিভার্সিটিতে গিয়েছিলাম। এটা গতবার আরম্ভ করেছে। ইস্টওয়েস্ট ইউনিভার্সিটি ভাল করছে। এ্যামাতে দেখেছি, তারা অনেক এক্সপান্ড করেছে। তাই আপনি যদি পারটিকুলার বিশ্ববিদ্যালয়ের নাম বলতেন যে শর্ত ভঙ্গ করছে তাহলে বলতে পারতাম। কিন্তু আপনি যেগুলোতে গিয়েছেন তাদের অনেকগুলো ভাড়া করা বিল্ডিং-এ কাজকর্ম করে যাচ্ছে। এটা কিভাবে দেখেন? তাছাড়া এগুলো এমন জায়গায় নেয়া হয়েছে যা শর্তের মধ্যে পড়ে না। এটা কিভাবে দেখেন– এ প্রশ্নের উত্তরে তিনি বলেন : মাত্র দেড় মাস হয়েছে দায়িত্ব পেয়েছি। এর আগে তো ৪৬টি বিশ্ববিদ্যালয় অনুমোদন দেয়া হয়েছে।

এটা ঠিকই একটা পারটিকুলার এরিয়া যেমন বনানীতে, ধানমন্ডি বা কোন মার্কেটের উপর ভাড়া নেয়া হয়েছে। তবে সবগুলোই তো সাময়িকভাবে নেয়া।

তারা ৮/৯ বছর ধরে ভাড়া নিয়েছে। অথচ কিভাবে আপনি বলছেন যে সাময়িক? এ ব্যাপারে জানতে চাইলে তিনি বলেন– না, না, আল্টিমেটলি তারা এগুলো ছেড়ে দেবে। নর্থসাউথ ইউনিভার্সিটি, ইনডিপেন্ডেন্ট ইউনিভার্সিটি জায়গা কিনেছে। এরা তো অনেক আগে থেকে শুনছি যে জায়গা কিনেছে, ভবন বানাচ্ছে।

এ প্রসঙ্গে তিনি আরো বলেন, ঠিক করেছে। এখন চাপ সৃষ্টি করব যেন তারা নিজস্ব ভবনে চলে যায়।

আপনি বলেছেন যে, বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর অনুমোদন দেয়া হয়েছে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপর চাপ কমানোর জন্য। কিন্তু বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয়ের ভর্তি, টিউশন ফি তাতে করে যে লক্ষ্য নিয়ে অনুমোদন দেয়া হয়েছে তা কি পূরণ হবে? এমনও শোনা যায় যে, পার্শ্ববর্তী দেশে গিয়ে পড়লেও এত খরচ হবে না। এটা কি ঠিক? এ ব্যাপারে তিনি বলেন : এটা তো ঠিক যে, প্রতিবছর হাজার হাজার ছেলেমেয়ে উচ্চ শিক্ষা থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। তারা যাবে কোথায়? ভারতে ৭০ হাজার ছেলেমেয়ে পড়াশুনা করে। তাই দেশে একটা বিকল্প ব্যবস্থা চালু করার জন্য বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর অনুমোদন দেয়া হয়েছে। এটা আমিও বলব না যে, বিশ্ববিদ্যালয়গুলো ভালভাবে চলছে। দু'একটা হয়তবা ভাল করছে। এক সময়ে যারা কমপিটিশনে টিকবে, তারা টিকে থাকবে। কারণ এত টাকা দিয়ে ছাত্র পাওয়াও কঠিন কাজ।

বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয়গুলো এত টাকা নিচ্ছে কেন ভর্তি হতে। এর কারণ কি জানতে চাইলে মঞ্জুরী কমিশনের চেয়ারম্যান বলেন, এগুলো তো প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়। এখানে একজন শিক্ষক বেতনই পান এক লাখ টাকা। তাদেরকে তো বেতন দিতে হয়। কিন্তু এত টাকা খরচ করে তো সবাই এখানে পড়ার সুযোগ পাবে না। তাই যে উদ্দেশ্য নিয়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপর চাপ কমানোর চেষ্টা করা হল তা কি সফল হবে? আর বেশী টাকা দিয়ে ছাত্ররা কি এখানে পড়তে চাইবে জানতে চাইলে তিনি বলেন, কেন, সেদিন তো নর্থসাউথ ইউনিভার্সিটির ভাইস চ্যান্সেলর সাহেব বললেন যে, তাদের সিট সংখ্যার চেয়ে বেশী এ্যাপ্লাই করেছে। এ্যামাতেও একই অবস্থা। কাজেই এটা তো বলতে পারি না যে টাকার অভাবে বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয়ে কেউ ভর্তি হতে পারছে না। অনেকে তো বলছে টাকা ইজ নট ফ্যাক্টর।

এভাবে এত বেশী টাকা নিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে ভর্তির ব্যাপারটি আপনি সমর্থন করেন কি-না। কারণ এসব বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিকাংশগুলোতে মাসে ১০ থেকে ১৫ হাজার টাকা একজন ছাত্রকে ব্যয় করতে হচ্ছে। এটা কিভাবে দেখছেন।

তিনি বলেন, এসব ব্যাপারগুলো আসলে আমরা দেখব। এ্যাক্রিডিটেশন কাউন্সিল হচ্ছে। সবগুলো মনিটরিং হবে। মনে হয় না এ অবস্থা চলবে সবসময়। এ ব্যাপারে মন্ত্রণালয়ও সজাগ। শিক্ষামন্ত্রীও এ ব্যাপারে আন্তরিক। যেন প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়গুলো এক্সিলেন্ট ওয়ার্ক করে।

একটু আগে বললেন যে, আপনাদের কোন নিয়ন্ত্রণ নেই প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর ব্যাপারে। এটা কেন জানতে চাইলে জনাব আসাদুজ্জামান বলেন– দেখুন, এসব বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিটি ব্যাপার মনিটরিং হবে। একটা আলাদা সেল হবে। যা বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয় সেল নামে থাকে। দেখা হবে এরা শর্ত ভঙ্গ করছে কিনা?

না জানতে চাচ্ছিলাম যে নিয়ন্ত্রণ করতে না পারলে মনিটরিং করবেন কিভাবে? এ ব্যাপারে তিনি বলেন, নিয়ন্ত্রণ মানে ওরা যে আমাদের পারমিশন ছাড়া কিছু করতে পারবে না। অনেক বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে আলাদা কোর্স খোলার ব্যাপারে অনুমতি চেয়েছিল। আমরা তো অনুমতি দেইনি। আমরা অনুমতি না দিলে তো তারা কোন কিছু করতে পারে না। এখন অনেক বিশ্ববিদ্যালয় নতুন নতুন সাবজেক্ট চালু করতে চায়। আমরা এসব পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে দেখছি তাদের অনুমতি দেয়া যায় কি-না। কিন্তু বর্তমানে এসব বিশ্ববিদ্যালয়গুলো অল্প কয়েকটি বিষয় নিয়ে শিক্ষাক্রম চালিয়ে যেতে হিমশিম খাচ্ছে। এখনো পার্ট টাইম শিক্ষক দিয়ে ক্লাস চালাচ্ছে। তাই তাদের পক্ষ থেকে আবার নতুন নতুন বিষয়ে কোর্স চালু করার কি কোন যৌক্তিকতা আছে? এ প্রসঙ্গে তিনি বলেন, ঠিক নাই তা কিন্তু ঠিক না। যেমন ইস্টওয়েস্ট ইউনিভার্সিটিকে আমরা ফার্মেসী খোলার অনুমতি দিয়েছি। তাদের কনভোকেশনে বেশ ভালই মনে হল। এ বিশ্ববিদ্যালয়ের ব্যাপারে আমরা ফুল সেটিসফাইড না হলেও বলব, তারা আমাদের যথেষ্ট নির্দেশ মেনে চলছে।

আবাসিক এলাকাগুলোতে বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের ব্যাপারে আপনাদের কোন বাধা-নিষেধ আছে কিনা জানতে চাইলে তিনি বলেন, আমরা শর্ত দিয়েছি ১০ হাজার স্কোয়ার ফিট জায়গা যারা দেখাতে পারবে তাদেরকে অনুমোদন দেব। তাই তারা সেখানে ইচ্ছা করবে সেটাতে আপত্তির কি আছে? তাছাড়া কেউ যদি ৫ কোটি টাকা জামানত দেখাতে পারে তাহলে অনুমোদন পাবে। কিন্তু ৫ কোটি টাকা জামানত দেখানো নিয়ে অনেক নাটক অভিনীত হয়ে থাকে। এ ব্যাপারে অবগত আছেন কিনা জানতে চাইলে তিনি বলেন, ৫ কোটি টাকা জামানত দেখানো নিয়ে অনেক রকম কথা শুনেছি। টাকা জমা রেখে টাকা উঠিয়ে নেয়া– এসব আমি জানি। বলা হয়েছিল, কোন কারণে বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষা কার্যক্রম বন্ধ ঘোষণা করা হলে ক্ষতিপূরণ যেন দেয়া যেতে পারে সেজন্য ৫ কোটি টাকা ফিক্সড থাকবে। খবর পেয়েছি, এটা তারা রাখে না। তবে ভেরিফাই করে দেখব, সত্যিই সত্যিই তারা জামানত রাখেন কিনা? দেখা গেছে, অনেকে একই সাথে ব্যাংক আবার প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়েরও মালিক।

কি পদক্ষেপ নিলে বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয়গুলো আরো ভাল হবে। তাদের শিক্ষার মান উন্নত হবে বলে মনে করেন জানতে চাইলে তিনি বলেন, অর্থলাভের দিকে ছুটলে বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর মান বজায় থাকবে না। তবে আমি মনে করি, আমাদের দেশের ব্যবসায়ীরা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করছে শিক্ষা বিস্তারের জন্য। তারা কেবল প্রফিটের দিকে ঝুঁকবে, তা হবে না। শিক্ষার মান বজায় রাখতে নিজস্ব ভবন তৈরী করতে হবে। মোট কথা, আমাদের দেয়া শর্ত মেনে চললেই বিশ্ববিদ্যালয়গুলো আরো জনপ্রিয় হয়ে উঠবে বলে আমি বিশ্বাস করি।

সাক্ষাৎকার গ্রহণে : সৈয়দ মাহবুব মোর্শেদ